দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 14 MAR 2013
পৃষ্ঠা:

অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে আপত্তিকর শব্দ : বিব্রত শিক্ষক অভিভাবক

❑ স্টাফ রিপোর্টার

অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া এক শিক্ষার্থী তার ভাইকে প্রশ্ন করলেন 'ভাইয়া, ব্লুফিল্ম কি?' প্রশ্ন শুনেই কান গরম হয়ে যায় বড় ভাইয়ের। রেগে পাল্টা প্রশ্ন করেন তুমি এই শব্দটা কোথায় শুনেছ? ওই শিক্ষার্থী উত্তরে বলে তার পাঠ্য বইয়ে পেয়েছে। এরপর ওই শিক্ষার্থীর ভাই তার ছোট বোনকে আর সেই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন নি। এরকম অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক কিংবা বড় ভাই-বোনকেই মুখোমুখি হতে হয়েছে একই প্রশ্নের। সকলের ক্ষেত্রেই ঘটেছে একই ঘটনা। কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি প্রশ্নকারী শিক্ষার্থীকে। এমনকি বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে স্কুল কিংবা কোচিং ও গৃহ শিক্ষকদেরও। আপত্তিকর এই শব্দটি পাওয়া যায় অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে। বইটির ৮৬নং পৃষ্ঠায় শেষের প্যারাতে লেখা হয়েছে শিশু কিশোরদের খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পর্নোগ্রাফি, ব্লুফিল্ম ও বিভিন্ন অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক শিক্ষার্থীর ভাই রফিকুল ইসলাম বলেন, একবার চিন্তা করুন তো আপনার ছোট বোন/ভাই, সন্তান যদি আপনাকে প্রশ্ন করে 'ব্লুফিল্ম কি? আপনি তাকে কি জবাব দেবেন। তিনি বলেন, পাঠ্যবই কি পর্ন ম্যাগাজিন? ব্লুফিল্মের কথা আলোচনা করে উল্টো এসবের সাথে কোমলমতি কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি বইটির লেখক ও সম্পাদকদের প্রতি প্রশ্ন করেন

পৃঃ ১৫ কঃ ২

অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই কথা থেকে শিক্ষার্থীদের কি শিখাতে [illegible] সেই বিষয়ের [illegible] ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন? তিনি অভিযোগ করে বলেন, তারা পরিকল্পিতভাবে দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্র ধ্বংস করতে চান। পুরান ঢাকার একটি কোচিং সেন্টারে পড়ান শিক্ষক মিজানুর রহমান। অষ্টম শ্রেণির কিছু শব্দকে আপত্তিকর উল্লেখ করে তিনি বলেন, এধরনের শব্দের কারণে আমাদের প্রায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করলে আমি তাদের কিভাবে বোঝাবো ব্লুফিল্ম কি, আর পর্নোগ্রাফি কি? এই বয়সে শিক্ষার্থীদের এধরনের শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে তাদের কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শুধু এটিই অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ের মত নবম-দশম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়েও পাওয়া যায় আপত্তিকর অনেক শব্দ। যেগুলো নিয়ে অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকদের রয়েছে আপত্তি। তারা অভিযোগ করে বলেন, এসব শব্দ ব্যবহার করে আমাদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়া হয়েছে। এধরনের শব্দ বইয়ে ব্যবহার না করলেও ভালো হতে বলে তারা মন্তব্য করেন।

অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইটির ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠায় কিশোর অপরাধের ধারণা বিষয়টিতে বিভিন্ন ধরনের কিশোর অপরাধের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে পর্নো বা নোংরা ছবি দেখা কিশোর অপরাধ। ৮৫ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, দরিদ্র শিশুরা অল্প বয়সেই নানা কাজ করে টাকা উপার্জন করতে বাধ্য হয়। এই টাকায় কখনো কখনো তারা জুয়া খেলে, মদ-গাঁজা খায় এবং নোংরা ছবি দেখে। ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায় আগের বিষয়টির সাথে এবং ৮৮ নম্বর পৃষ্ঠাতেও পর্নোগ্রাফি কথাটির আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নবম-দশম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়গুলো হারাম তার মধ্যে ৭ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে হেরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, আফিম সেবন করা।

অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইটি রচনা করেছেন প্রফেসর মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, প্রফেসর ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রফেসর ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ড. সেলিনা আখতার, ফাহমিদ হক, ড. উত্তম কুমার দাশ, আনোয়ারুল হক, সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম। আর বইটি সম্পাদনা করেছেন- প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন, প্রফেসর শফিউল আলম, আবুল মোমেন, প্রফেসর ড. মাহবুব সাদিক, প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল, প্রফেসর ড. সৈয়দ আজিজুল হক, সৈয়দা মাহমুদা আলী।

আর নবম-দশম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইটি রচনা করেছেন প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল মালেক, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ। সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান।

এই বয়সে অনেক শিক্ষার্থী বেশ ম্যাচিউরড হয় এজন্য তারা এই বিষয়গুলোর ক্ষতিকর দিক জানলে ভালো। তবে অনেকেই আবার নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহী হতে পারে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আশীক মোহাম্মদ শিমুল। তিনি বলেন, যে সকল অভিভাবক বা শিক্ষকদের প্রশ্ন করা হয় তারা যদি বিষয়টির খারাপ দিক ভালো ভাবে বোঝাতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীরা হয়তো আর আগ্রহী হবে না। আর যদি রহস্য দিয়ে বোঝান তাহলে তারা আগ্রহী হয়ে উঠবে।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেন, বর্তমান সরকারের যারা প্রগতিশীল বলে দাবি করে সেসব বামধারার ব্যক্তিরা সমাজ কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পাঁয়তারা শুরু করেছে। এজন্যই তারা বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এবং আপত্তিকর কথা লিখে ছাত্রদের বিপথে নিতে চায়।